একাদশ ঘণ্টা

জ্যাক গোল্ডস্টাইন
অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

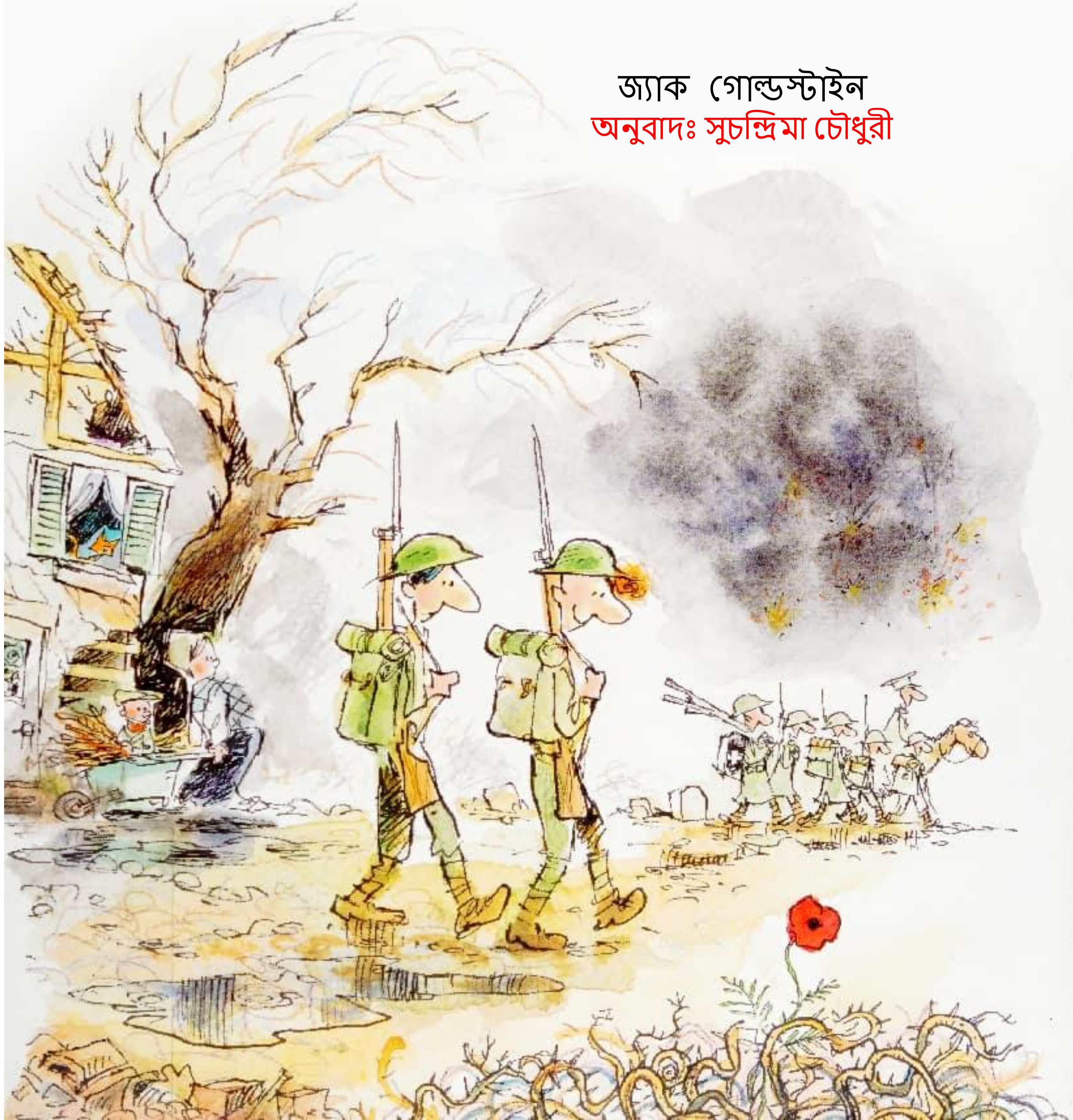

জুলস আর জিম দুজনে ছিল খুব বন্ধু। তারা একসাথে খেলা করত। একসাথে স্কুলে যেত। একসাথেই বড় হচ্ছিল। এতকিছুর পরেও, জিম সবসময় জুলসের চেয়ে একটু এগিয়ে থাকত—একটু দ্রুত, একটু শক্তিশালী। তাই, ১৯১৪ সালে কানাডা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে, জিমই প্রথম স্বেচ্ছাসেবী হয়। কিন্তু জুলসও তার ঠিক পরেই সেইকাজে যুক্ত হয়। তারা একসাথে যুদ্ধ করে। তারা একসাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ঠান্ডা আর কাদা সহ্য করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, একাদশ মাসের একাদশ দিনের একাদশতম ঘন্টায় যুদ্ধবিরতি শুরু হতে দেখে কেবল একজন।

বন্ধুত্বের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী, 'দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার' একই সাথে জীবন, মৃত্যু এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নিষ্ফলতার গল্প।

একাদশ ঘণ্টা

জ্যাক গোল্ডস্টাইন

অনুবাদঃ সুচন্দ্রিমা চৌধুরী

জুলস ও জিম একই দিনে, একই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

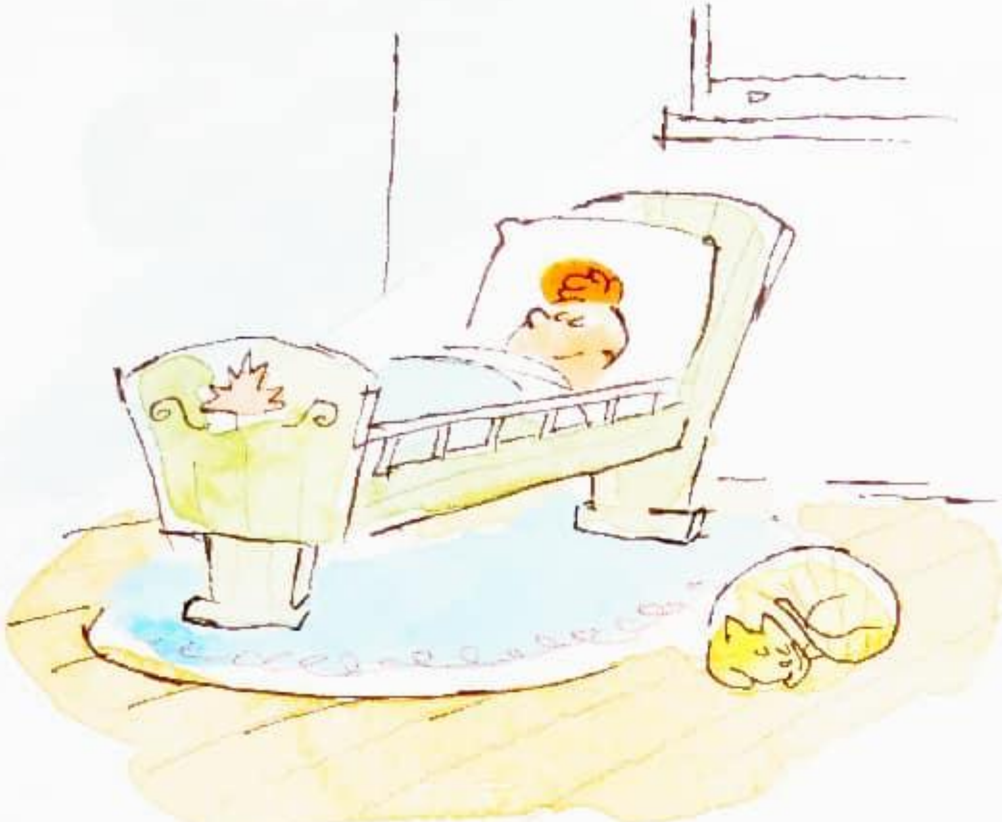

জিম প্রথমে জন্মায়।
দুই মিনিট পরেই জুলসের জন্ম হয়।

জুলস ও জিম সেই ছোট থেকেই দুজনের
সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠল।

কিন্তু জিম সব বিষয়ে জুলসের থেকে এগিয়ে থাকত।
সে জুলসের চেয়ে জোড়ে দৌড়াত আর সাইকেল চালাত।
সে জুলুসের চেয়ে বেশী শক্তিশালীও ছিল।

তারা একই জিনিস পছন্দ করত।
তারা একই খেলা খেলত।

জুলস জিমকে আদর্শ মনে করত, এবং জিমও জুলসের খেয়াল রাখত।

সকলেই একমত ছিল যে জিম আর জুলুস এক অদ্ভুত জুটি।

বেশ ক'বছর ঘুরে গেল, সব
একইরকম চলছিল।

জুলস সবসময় জিমের থেকে দুই মিনিট পিছিয়েই থাকত, যার জন্য সে অনেকসময়ই সমস্যায় পড়ত।

জিম ছাড়া সবাই জুলসকে দেখে হাসিঠাট্টা করত।

জীবনটা এভাবেই চলতে পারত,

কিন্তু একদিন, সমুদ্রের ওপারে, ইউরোপের কোথাও একটি যুদ্ধ শুরু হলো...

...কারণ একজন আর্চডিউক ও তাঁর স্ত্রীকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল।

আসলে কানাডা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

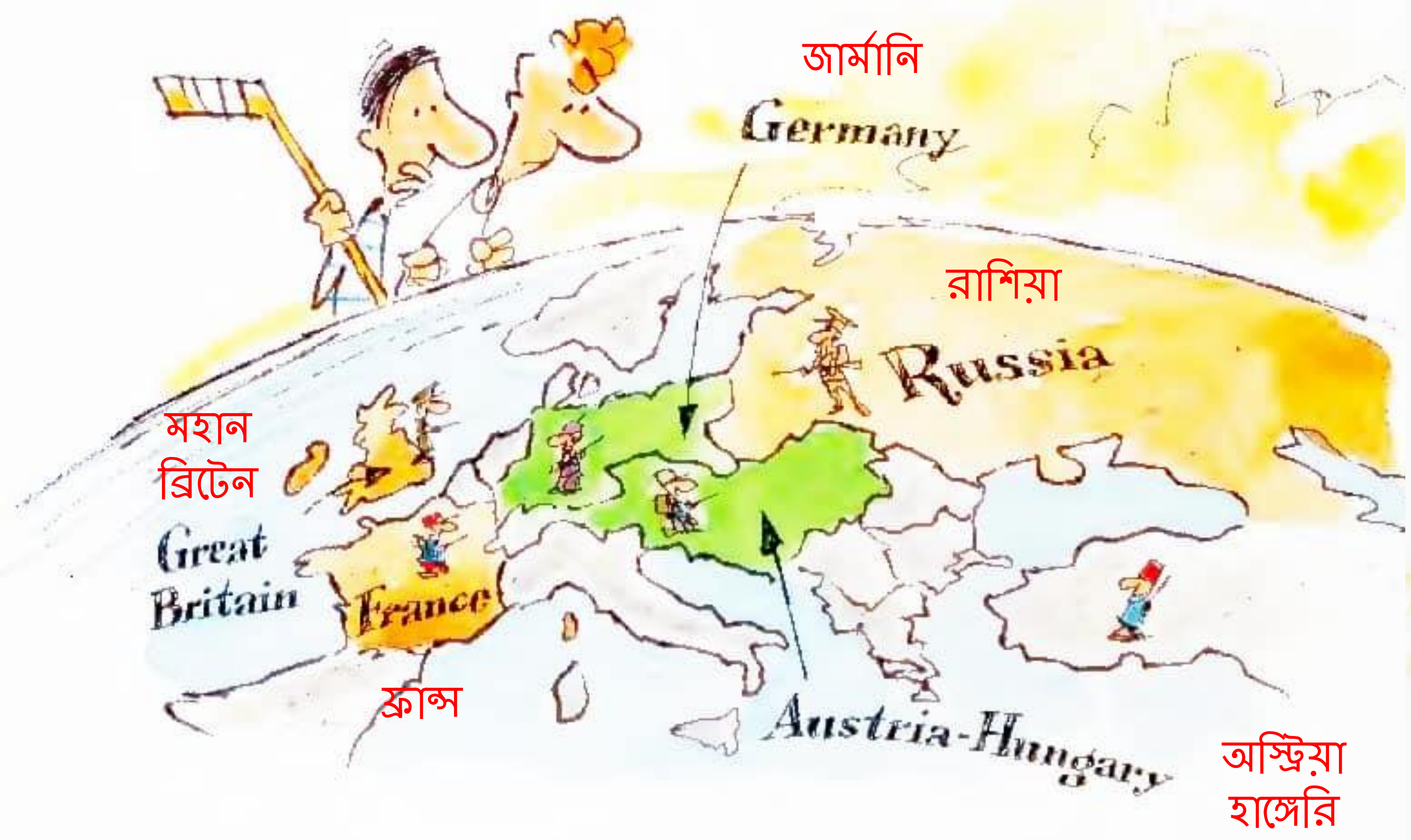

আর তার জন্য ইউরোপের সব দেশ দুটি শত্রু শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছিল।

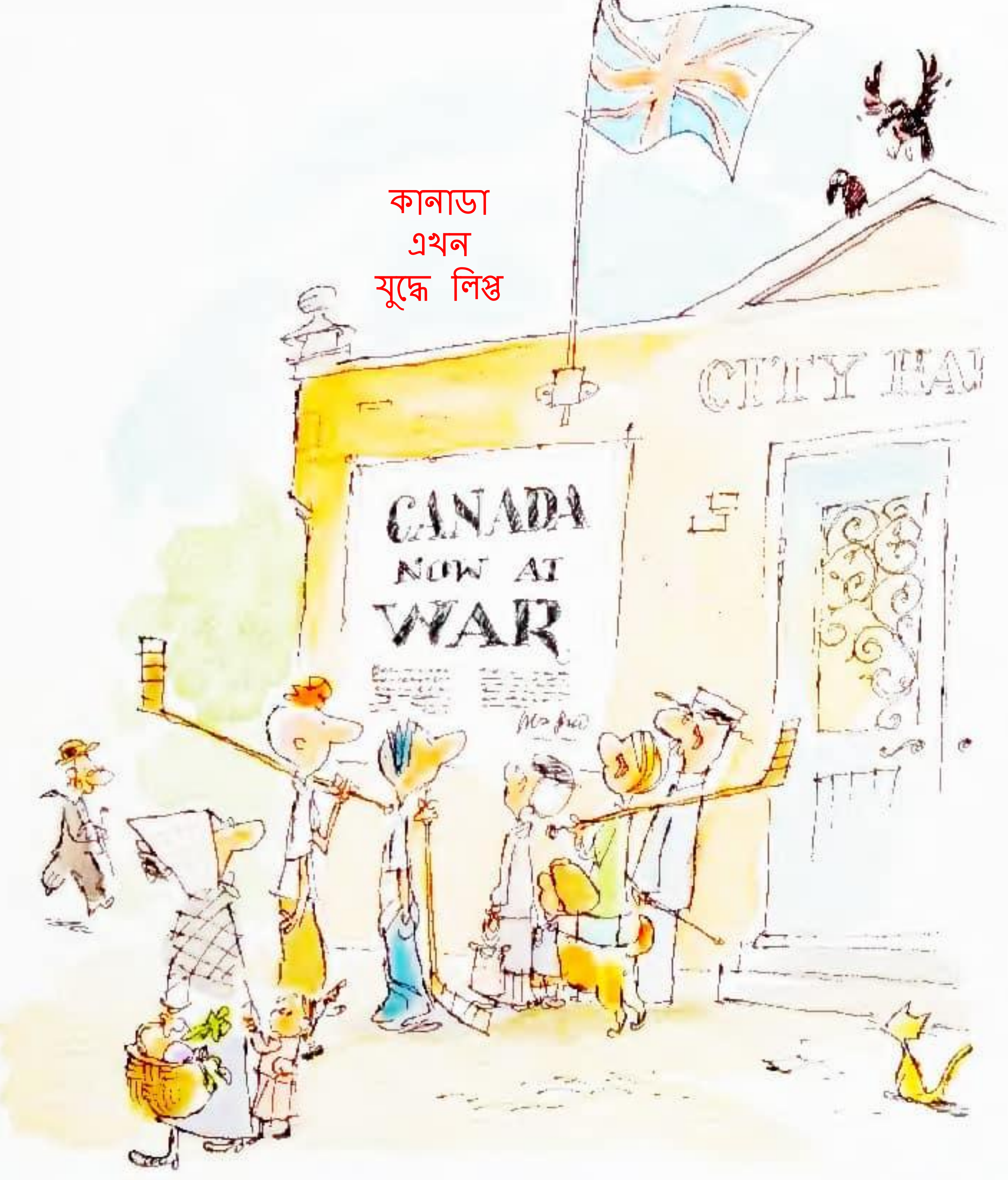

জুলস ও জিম চুক্তি ও মৈত্রী সংক্রান্ত সব সংবাদ প্রতিবেদন ঠিক বুঝত না, কিন্তু তারা এটা বুঝত যে এই দুঃসময়ে তাদের দুজনকেই তাদের দেশের খুব প্রয়োজন। তাই, দুই বন্ধু সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। তাদের ওই জার্মান দানবদের হারাতেই হতো।

একদিন, জিম তার ইউনিফর্মের প্যাকেটটি নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল।

ইউনিফর্মটি তার একদম ঠিকঠাকভাবে ফিট হয়েছিল।

জুলস যথারীতি জিমের দুই মিনিট দেরিতে পৌঁছালো।

তাই যে ইউনিফর্ম পড়েছিল তাই তাকে নিতে হল।

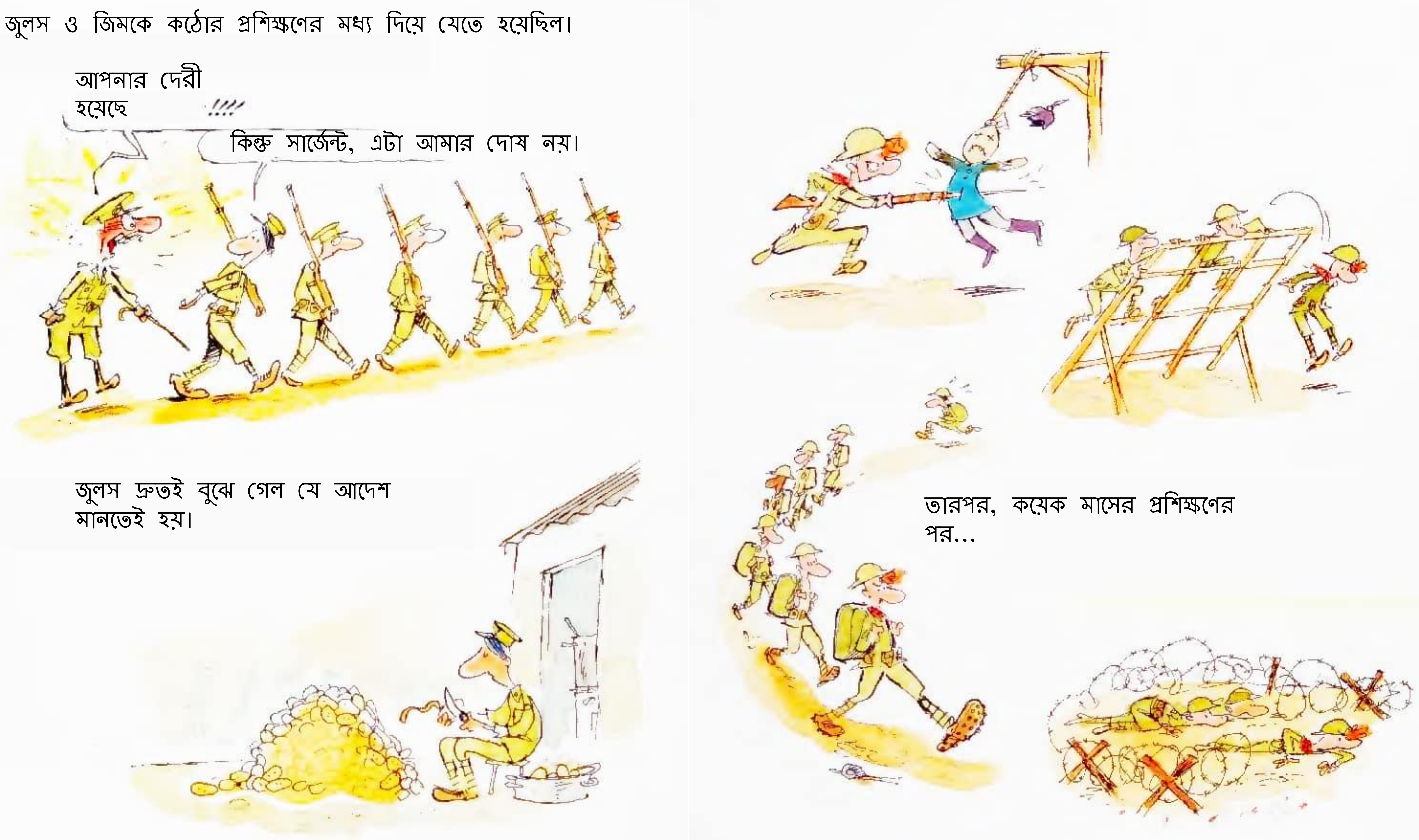
জুলস ও জিমকে কঠোর প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল।
আপনার দেরী হয়েছে
!!!!
কিন্তু সার্জেন্ট, এটা আমার দোষ নয়।
জুলস দ্রুতই বুঝে গেল যে আদেশ মানতেই হয়।
তারপর, কয়েক মাসের প্রশিক্ষণের পর...

তারা ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।
জুলস দুই মিনিট দেরিতে পৌঁছাল।

ইংল্যান্ডে আরও প্রশিক্ষণ শেষে অবশেষে ফ্রান্সে পৌঁছালে কানাডীয় সৈন্যরা উল্লাসপূর্ণ অভ্যর্থনা পেল।

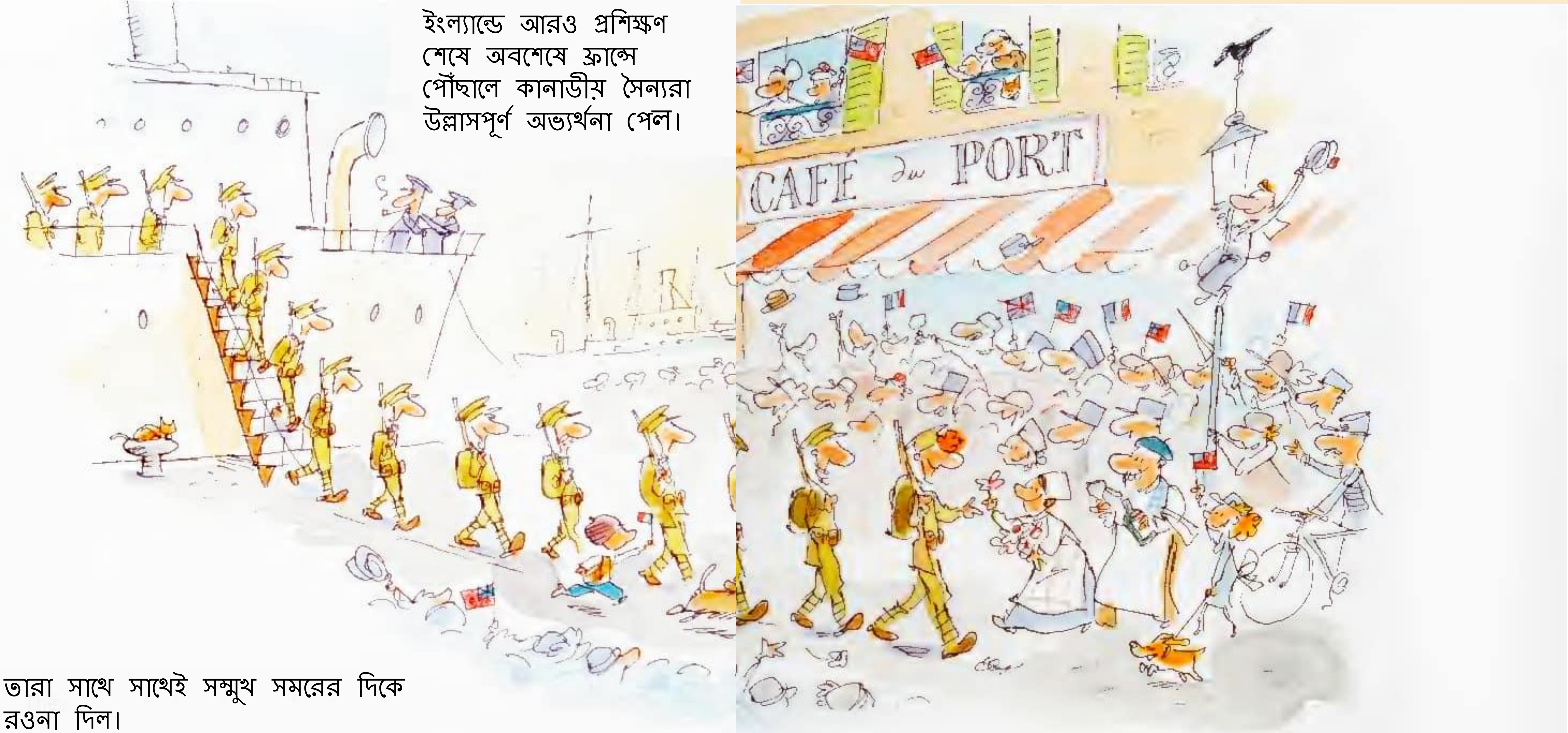

তারা সাথে সাথেই সম্মুখ সমরের দিকে রওনা দিল।

জুলস ও জিম যুদ্ধকে এক মহাকাব্যিক লড়াই আর আক্রমণকে অনেক গৌরবময় বলে কল্পনা করত।

তার পরিবর্তে বাস্তবে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কর্দমাক্ত পরিখা দেখে তারা অবাক হয়ে গেল।

তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে বৃষ্টির মতো বিশাল বিশাল গোলা পড়তে থাকল।

এরপর, কিছুক্ষণ বিরতির পর জার্মানরা পায়ে হেঁটে আক্রমণ করল। কিন্তু কানাডীয় সৈন্যরা মেশিনগান দিয়ে তাদের পিছু হটিয়ে দিল।

এরপর কানাডিয়ানরা জার্মানদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করল।

অচিরেই কানাডিয়ান আক্রমণের সময় হয়ে গেল। সৈন্যরা জানত শত্রুর পরিখার দিকে দৌড়ানোটা পাগলামি, কিন্তু তাদের আদেশ মানতে হয়েছিল।

আক্রমণগুলো প্রায়শই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো এবং যে সৈন্যরা তখনও বেঁচে থাকতো, তারা টলতে টলতে নিজেদের পরিখায় ফিরে যেত।

তারা পরবর্তী আক্রমণ পর্যন্ত সেখানে লুকিয়ে থাকত। আর তারপর সবকিছু আবার নতুন করে শুরু হত।

আগে এবং পিছনে... আগে এবং পিছনে..

কিছু বিরল মুহূর্ত ছাড়া

সৈন্যদের পা সবসময় ভেজা থাকত, তাদের শরীর উকুনে ঢাকা থাকত এবং পরিখাগুলো ছিল ইঁদুরে ভর্তি।

জুলস ওগুলো মারতে খুব দক্ষ হয়ে উঠেছিল।

দিনে দিনে সৈন্যদের দেখতে গুহামানবের মতো লাগতে শুরু করল।

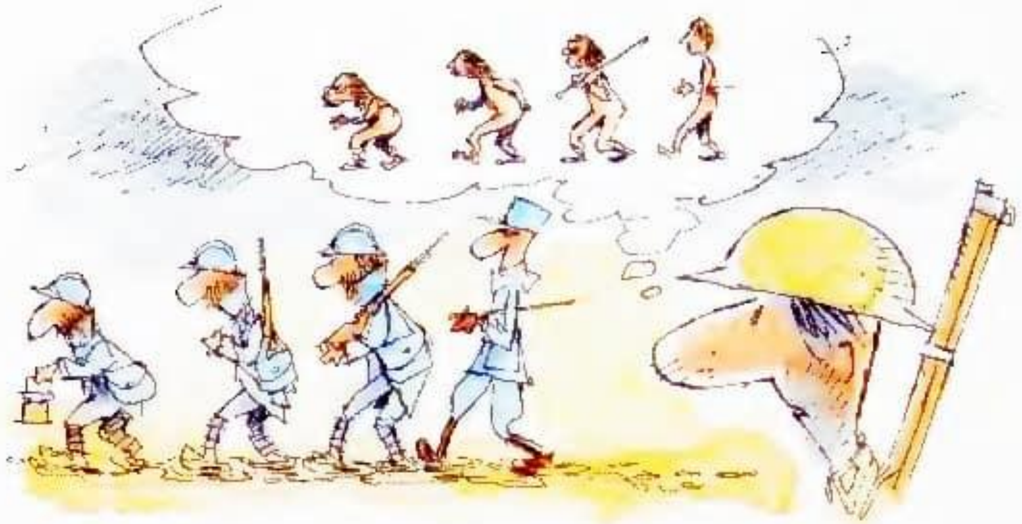

মাঝে মাঝে তারা জার্মানদের বন্দী করত এবং জুলস ও জিম অবাক হয়ে দেখত যে, জার্মানদেরকে কিন্তু দানবের মতো মনে হতো না। বরং তাদের দেখে করুণার পাত্র বলে মনে হত।

মনের গভীরে জুলস ও জিম সেই বন্দীদের কিছুটা ঈর্ষা করত, কারণ ঐ বন্দীদের কাছে তো যুদ্ধটা শেষ।

কিন্তু দুই বন্ধুর জন্য, আরও ভয়াবহ অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকল: যুদ্ধবিমান, বিষাক্ত গ্যাস, ট্যাঙ্ক...

যুদ্ধটা ছিল এক বিশাল কড়াইয়ের মতো, যা অনবরত মানুষকে গ্রাস করে যাচ্ছিল।

যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হচ্ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরের জীবন ততটাই কঠিন হয়ে উঠছিল।

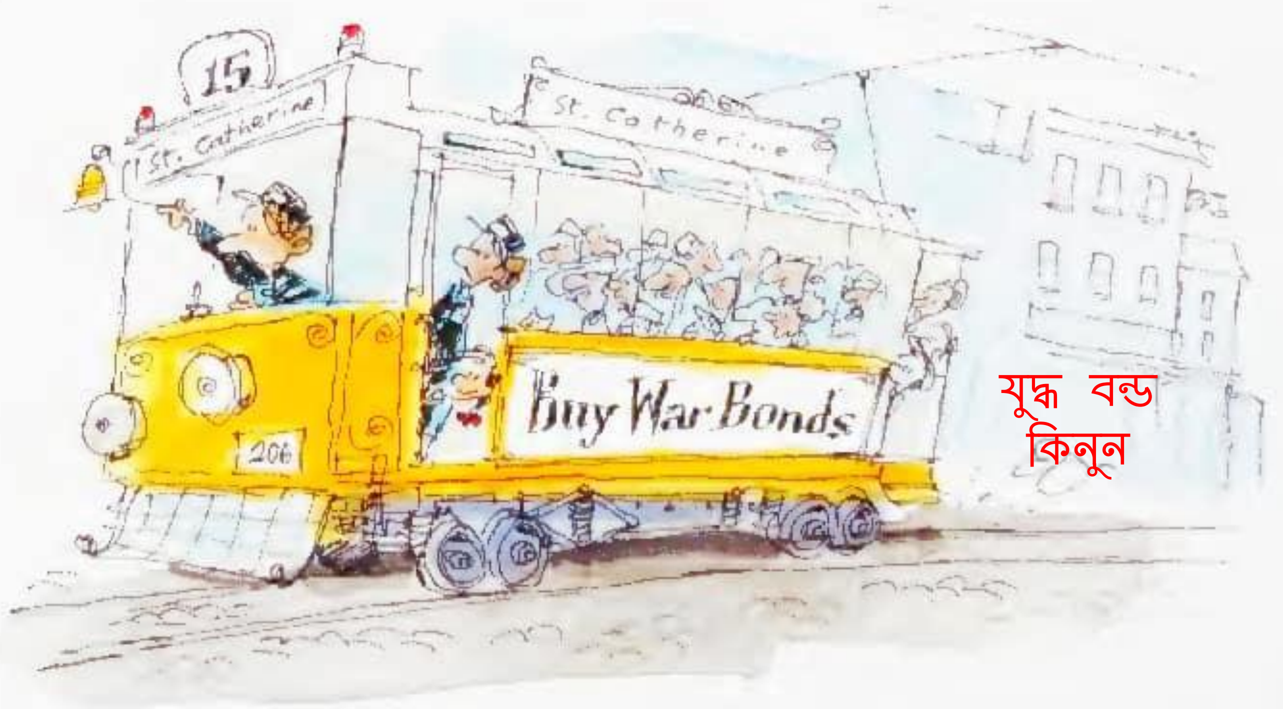

অনেক চাকরিতে নারীরা পুরুষদের জায়গা নিয়েছিল...

এর মধ্যে অস্ত্র কারখানাগুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলো দিনরাত খোলা থাকত।

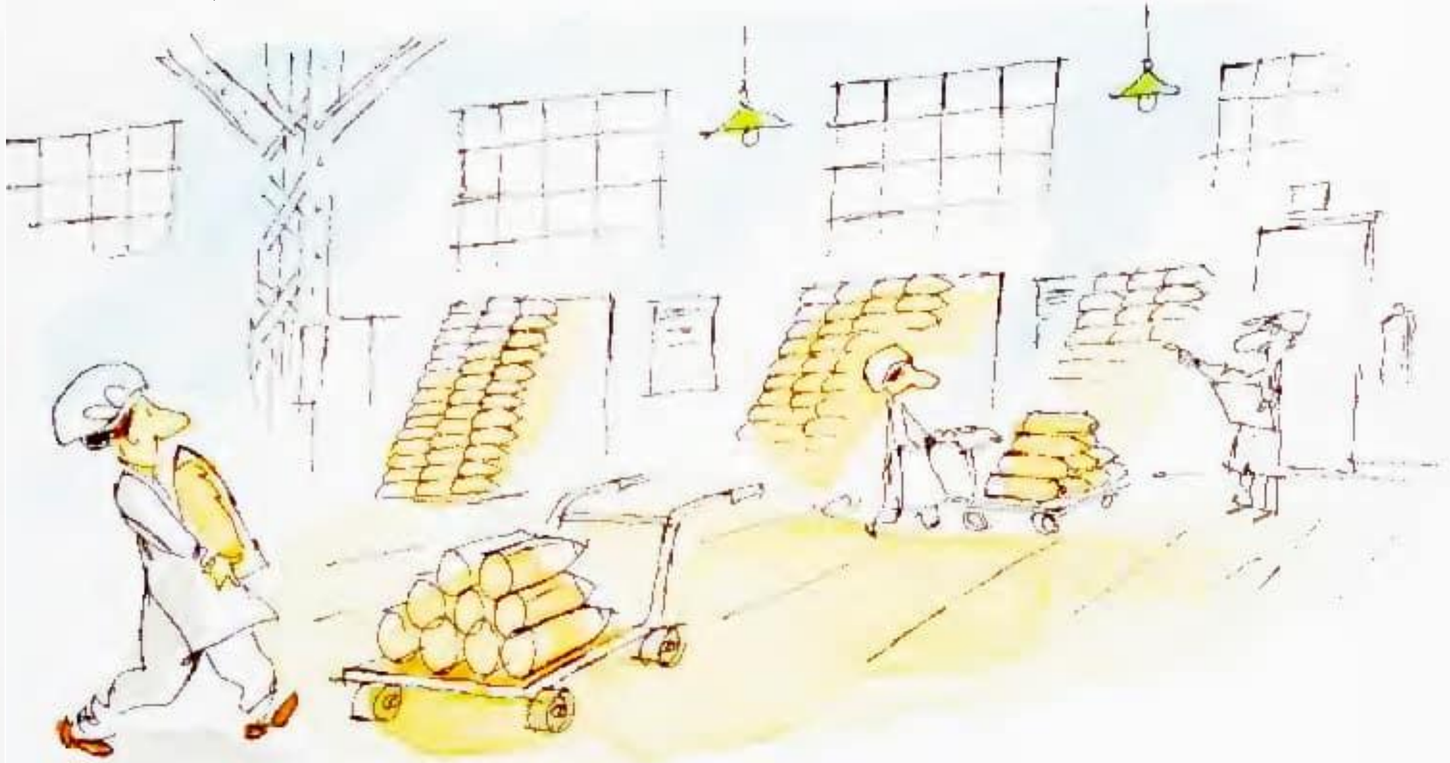

বিস্ফোরক নাড়াচাড়া করার ফলে সেই মহিলাদের চামড়া হলুদ হয়ে গিয়েছিল।

সামনে থেকে জিমই সবসময় প্রথম আক্রমণ
করত। জুলস সবসময় দুই মিনিট পর আসত।

আর সেই কারণেই
জিমকে পুরস্কৃত করা
হয়েছিল,

এদিকে সেদিনও জুলসকে
ঘরের কাজ করতে
আটকে থাকতে হলো।

কিন্তু পদক থাকা সত্ত্বেও জিমেরও ভয় লাগত। মাঝে মাঝে রাতে দুই বন্ধু একে অপরকে জড়িয়ে ধরত। কখনও কখনও বাড়ি ফেরার কথা বলতে বলতে তারা কেঁদেও ফেলত।

যুদ্ধটি দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল।

উভয় পক্ষের সৈন্যরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছিল।

আর এদিকে জার্মানিতে ক্ষুধার্ত নাগরিকরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল।

জার্মানি যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল।

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর, ভোর পাঁচটায়, মিত্রশক্তির নেতারা সম্মুখ সমরের নিকটবর্তী একটি খোলা জায়গায় জার্মান নেতাদের সাথে মিলিত হলেন।

যেখানে তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

যুদ্ধ তখনই বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সৈন্যদের কাছে খবরটি পৌঁছানোর জন্য সময় দিতে তারা যুদ্ধবিরতি শুরু করার জন্য এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

এর অর্থ ছিল, একাদশ মাসের একাদশ দিনের একাদশ ঘন্টায় যুদ্ধ শেষ হবে।

কিন্তু এদিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে, কয়েক ঘণ্টা আগেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও, লড়াই এমনভাবে চলছিল যেন কিছুই বদলায়নি।

যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার ঠিক আগে জিম ও জুলসকে আক্রমণের আদেশ দেওয়া হলো। বরাবরের মতোই, জিম সবার আগে আক্রমণ শুরু করল। জুলস ঠিক সময়েই তার পিছু পিছু এসে জিমকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখল।

তখন সময় ছিল ১০:৫৮, যুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই মিনিট আগে।

জুলস জিমকে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার বন্ধু তার বাহুতেই মারা গেল।

যুদ্ধের শেষ হয়েছিল...

...এবং জিমের জন্য এটাই ছিল শেষ।

জুলস তার বন্ধুকে ছাড়াই বাড়ি ফিরল।

তার পক্ষে আবার স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল।
সে কিছুতেই জিমের কথা চিন্তা করা বন্ধ করতে পারছিল না।

সাধারণ জীবনে ফেরা তার পক্ষে সহজ ছিল না।

জুলস নানা ধরনের কাজ করার চেষ্টা করেছিল।

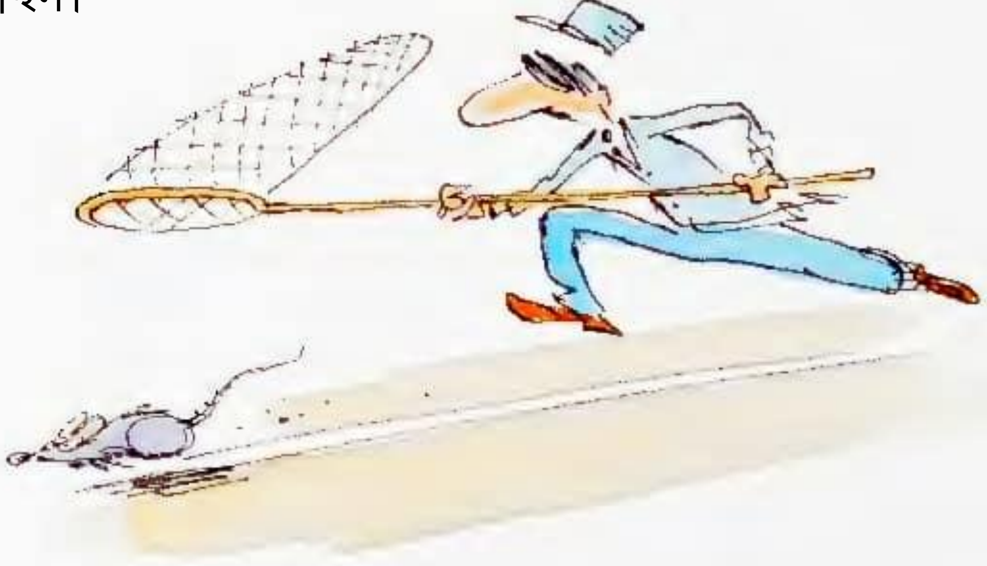

অবশেষে সে একজন ঘড়ি নির্মাতা হল।

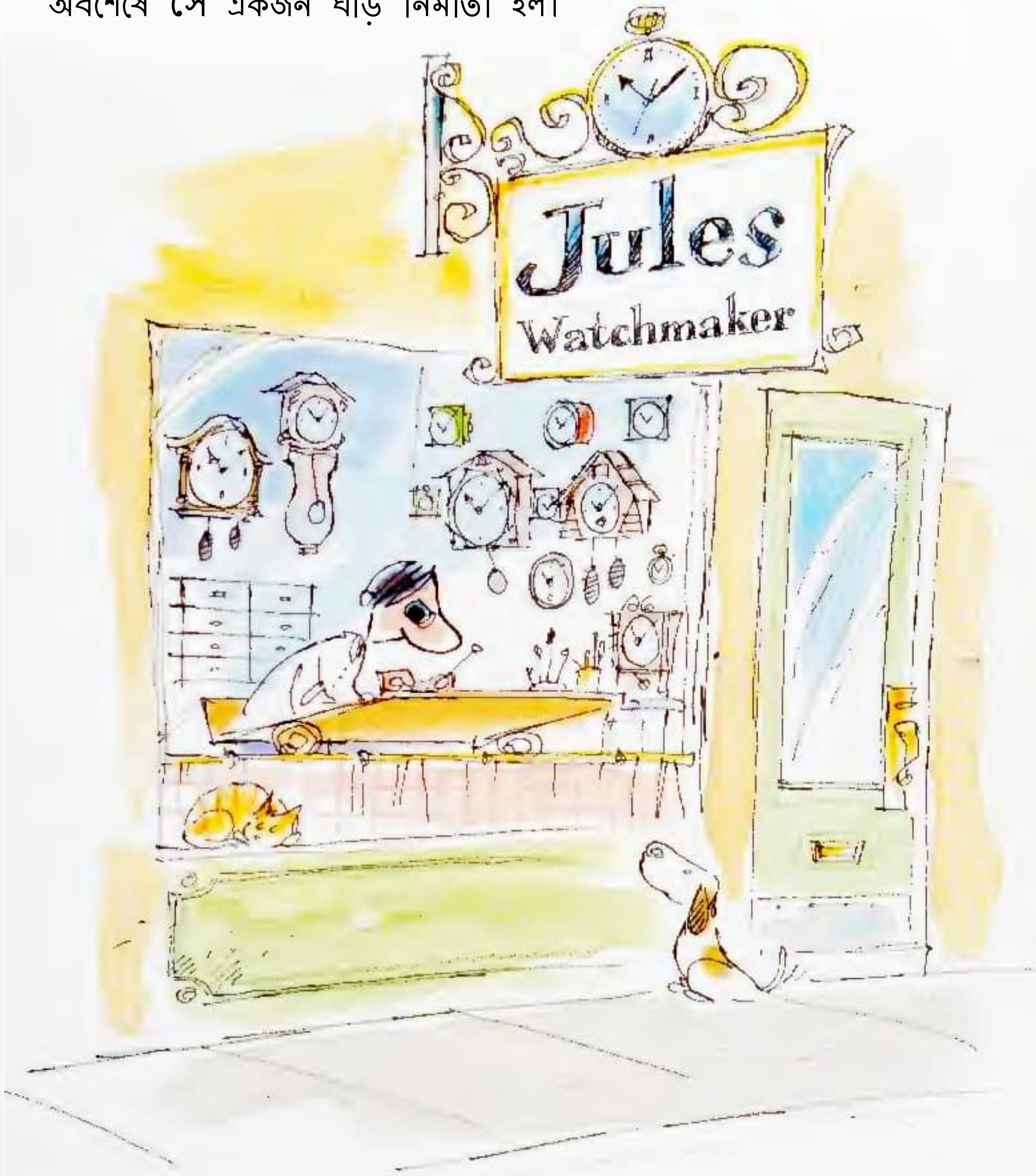

জুলসের ঘড়িগুলোর মধ্যে একটি অদ্ভুত মিল ছিল: সবগুলোই দুই মিনিট ধীরে চলত।

Jules
Watchmaker

1914
1918

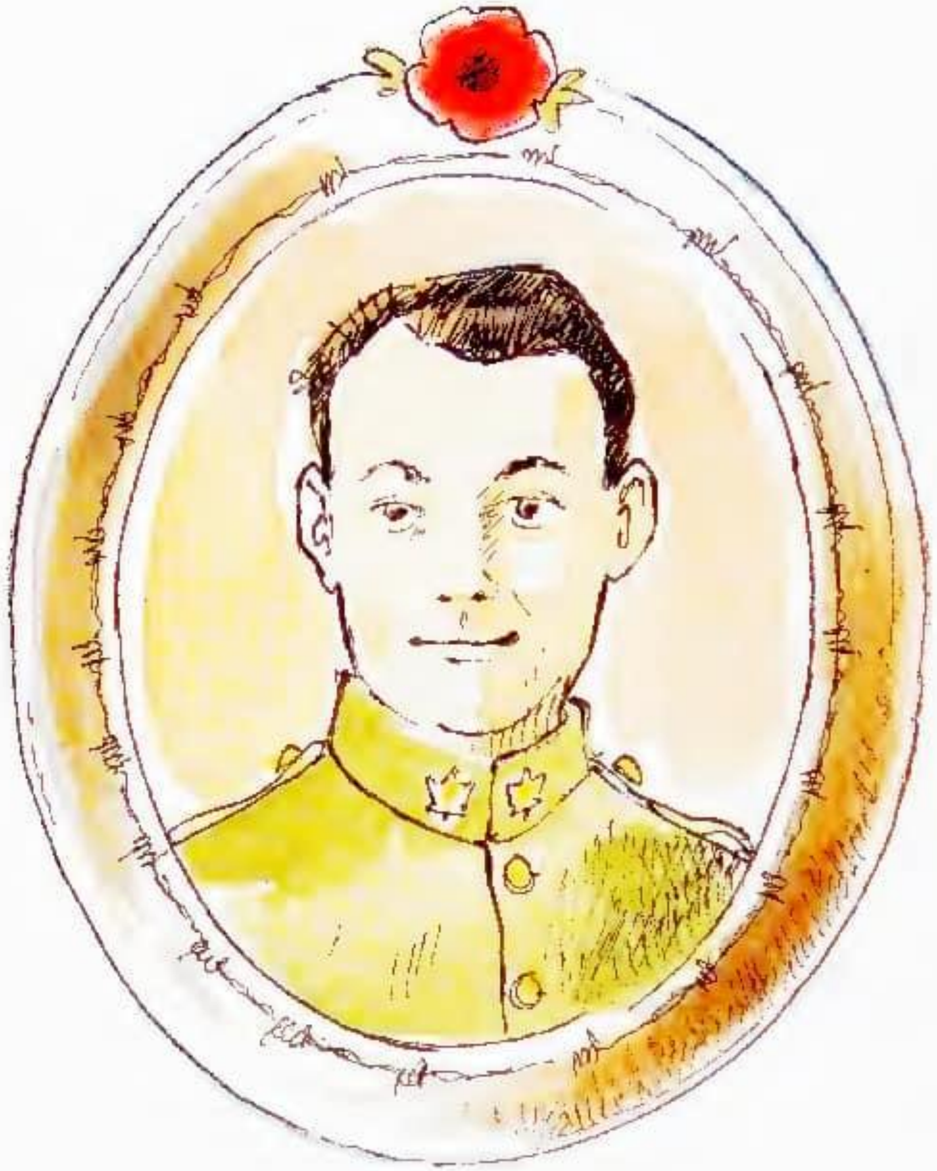

জর্জ লরেন্স প্রাইসের স্মরণে, যিনি ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ কানাডীয় সৈনিক ছিলেন। তিনি সকাল ১০:৫৮ মিনিটে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধবিরতির দুই মিনিট আগে নিহত হন।

আমি এই বইটি আমার দাদু, মিশেল কেলেভারকে উৎসর্গ করছি , যিনি ছিলেন একজন ফ্রান্সের ব্রিটানির এক কৃষক, যিনি জীবনকে ও পশুপাখিদের ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে তিনি "১৪-১৮ সালের পুরো যুদ্ধটা" পার করেছেন, ফ্রান্সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে এভাবেই উল্লেখ করা হয়। একদিন, যখন আমার মায়ের বয়স আট বছর, তিনি তাঁর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কতজন জার্মানকে হত্যা করেছেন। আমার দাদু, যিনি সাধারণত একজন শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন, কঠোরভাবে উত্তর দিলেন: "আমাকে এই প্রশ্ন আর কখনও করবে না।" তিনি জানতেন যে যুদ্ধ থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারাটা তাঁর সৌভাগ্য ছিল। তবে, কিছু আঘাত অদৃশ্য থাকে।

আমি আমার দাদুকে জানতে চেয়েছিলাম,
আমি তাকে অনেক প্রশ্ন করতাম।

জ্যাক গোল্ডস্টাইন

জ্যাক গোল্ডস্টাইন একজন চিত্রকর এবং রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট। তিনি শিশুদের পত্রিকা *‘লে দেব্রোইয়ার’ –এর একজন নিয়মিত লেখক* । তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘লেটারস টু এ প্রিজনার’ এবং ‘বের্টোল্ট’, যে দুটিই ২০১৭ সালের ‘কার্কাস রিভিউস বেস্ট পিকচার বুকস’ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় চিত্রাঙ্কনের জন্য দুইবার স্বাধীন সাংবাদিকতার গ্রঁ প্রি পুরস্কার জিতেছেন এবং তিনি কুইবেকের মন্ট্রিলে বসবাস করেন।

জুলস ও জিম যুদ্ধকে মহাকাব্যিক লড়াই আর গৌরবময় আক্রমণে পরিপূর্ণ বলে কল্পনা করত।
কিন্তু তার বদলে আসল যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁটাতারে ঘেরা কর্দমাক্ত পরিখা দেখে তারা অবাক হয়ে গেছিল।

$